৩০.১১.২০২৩
আইটেম নম্বর ০৪
সি আর টি .নম্বর ২২
বি. আর.

২০১০ সালের দাব্লু পি এ ৩১৭৯

সীতারাম হেমব্রাম

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

শ্রী একরামুল বারী

শ্রীমতী তনুজা বসাক

.... আবেদনকারীর জন্য।

শ্রী অনির্বাণ দত্ত

... রাষ্ট্র-উত্তরদাতাদের জন্য।

এটি হলফনামার উপর একটি শুনানির বিষয়।

শ্রী একরামুল বারি, বিদ্বান আইনজীবী এবং শ্রীমতি তনুজা বসাক, বিদ্বান আইনজীবী, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হন।

শ্রী অনির্বাণ দত্ত, শিক্ষিত রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতা, রাষ্ট্র-উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হন।

রিট পিটিশনের -১৯ পৃষ্ঠায় ৩নং বিবাদী কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইস্যুকৃত নিয়োগের অনুমোদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স গ্র্যাজুয়েট হিসেবে বিএড ডিগ্রিসহ সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। অতঃপর আবেদনকারী রিট পিটিশনের ২২ পৃষ্ঠায় ৩নং বিবাদী, সংযোজনী-পি-২ কে সম্বোধন করে ২৭ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের আবেদনকারীর চিঠি থেকে স্পষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি (রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ) অর্জন করে তার যোগ্যতা বৃদ্ধি করেন।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় অনুমতি মঞ্জুর করা হয় যা রিট পিটিশনের ২২ পৃষ্ঠার সংযুক্তি পি-২ থেকে স্পষ্ট হবে। এরপর আবেদনকারী ২০০৯ সালের ২ মার্চ বা তার কাছাকাছি সময়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সচিবের কাছে উচ্চতর বেতন স্কেল সংযোজনী-৩ অনুমোদনের জন্য একটি রিপ্রেবিচারপতিন্টেশন দাখিল করেন রিট আবেদনের ২৩ পৃষ্ঠায়।

রিট পিটিশন দাখিলের তারিখ পর্যন্ত ৩ নং বিবাদী এবং/অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনকারীর দাবী নিষ্পত্তি করা হয়নি। এমন নিষ্ক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ করে তাৎক্ষণিক রিট আবেদন করেন রিটকারী।

অত্র আদালতের নির্দেশে ৩ নং বিবাদী ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে নিশ্চিত হওয়া হলফনামা আকারে তার প্রতিবেদন দাখিল করেন। এতে প্রদত্ত বিবৃতিগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে ৩ নং বিবাদী উচ্চতর বেতন স্কেলের জন্য আবেদনকারীর প্রার্থনা কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা উক্ত হলফনামা প্রতিবেদনের উপ-অনুচ্ছেদ- IV, V এবং VI থেকে অনুচ্ছেদ-৫ পর্যন্ত স্পষ্ট হবে, মূলত এই কারণে যে আবেদনকারী তার উচ্চতর যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ৩ নং উত্তরদাতা বা উচ্চতর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ করেননি।

৩ নং বিবাদী এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি সরকারী আদেশ এবং অমান্য করার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যেখানে আবেদনকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ পরামর্শদাতা শ্রী একরামুল বারী উপস্থাপন করেছেন যে আইনটি এখন এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ ৩১ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশে ভালভাবে নিষ্পত্তি করেছে: রবি কান্ত বর্মন বনাম বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (এস.ই.) এবং অন্যান্য ২০০৪ এর ডাব্লুপি ১৪৭৬০ (ডাব্লু) এ উপস্থাপিত হয়েছে। মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের অভিমত ছিল যে যেহেতু সংশ্লিষ্ট রোপা বিধিতে এই জাতীয় পূর্বানুমতির কথা বিবেচনা করা হয়নি, তাই আগাম অনুমতির ভিত্তিতে রাজ্য কর্তৃপক্ষের নেওয়া আবেদনটি আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। সে অনুযায়ী শ্রী বারী রিট পিটিশন মঞ্জুর করে আবেদনকারীকে উচ্চতর বেতন স্কেল মঞ্জুর করার প্রার্থনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর প্রযোজ্যতা সম্পর্কে আবেদনকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করার সময় ৩ নং উত্তরদাতার দ্বারা গৃহীত অন্য আবেদন। এই রিট পিটিশনের তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের পরপরই আবেদনকারী যে দাবি করেছেন তা উক্ত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ এর অনেক আগে কার্যকর হয়েছিল। তার যুক্তির সমর্থনে,

শ্রী বারী এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন: আখতার হোসেন চৌধুরী - বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২০১২ এসসিসি অনলাইন ক্যাল ১১৬০৩ (২০১৩) ২ সিএইচএন ৬৩২ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

মিঃ বারী অতঃপর নিবেদন করেন যে, যেহেতু আইনটি সুপ্রতিষ্ঠিত সেহেতু ৩ নং বিবাদীর নিকট বিষয়টি ফেরত পাঠানোর আর কোন প্রয়োজন নেই। সমর্থনে, তিনি এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, বিষয়ে: নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ও অন্যান্য বনাম- পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ও অন্যান্য। ১৯৯৭ এসসিসি অনলাইন ক্যাল ৩১৮: (১৯৯৮) ১ ক্যাল এলবিচারপতি ১৪১ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

রাজ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ স্টেট কাউন্সেল শ্রী অনির্বাণ দত্ত তার হলফনামা রিপোর্টে ৩ নং বিবাদীর গৃহীত অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করেছেন, যা ইতিমধ্যে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জমা দিয়েছেন যে প্রতিবেদনে উল্লিখিত কারণগুলি স্পষ্ট এবং তাই আবেদনকারীর দাবি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

পক্ষগুলির পক্ষ থেকে দেওয়া উপস্থাপনগুলি বিবেচনা করে এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করে, এই আদালত নিশ্চিত হয় যে আবেদনকারীকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের জন্য অনার্স স্নাতক এবং বিএড ডিগ্রি সহ সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির পূর্বানুমতি লাভের পর তিনি যোগ্যতা বৃদ্ধি করেন এবং ২০০১ সালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ প্রণীত হয় এবং তার অনেক পরে তা কার্যকর হয়। অতএব, আবেদনকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করার সময় ৩ নং বিবাদী কর্তৃক গৃহীত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইনের আবেদনটি সম্পূর্ণরূপে কোনও যোগ্যতা বর্জিত এবং আইনত সমর্থনযোগ্য নয়

রবিকান্ত বর্মন (সুপ্রা) বিষয়ে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন:

" আসুন আমরা এখন উপরোক্ত উদ্‌ধৃত রোপা বিধি ১৯৯৮ এর আলোকে বর্তমান সমস্যাটি বিবেচনা করি।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে আবেদনকারী স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, ১৯৯৭ কার্যকর হওয়ার আগে উক্ত বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যেমন, বিধি ১২(৩) এ বর্ণিত বিধানের শেষ অংশ, যেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত শিক্ষক সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে এর কোনো প্রয়োগ নেই। সুতরাং আমাদের বর্তমানে পুনর্বিবেচনার বাইরে উক্ত বিধির উল্লিখিত অংশটি বেছে নিতে হবে।

রোপা ১৯৯৮ ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ তারিখে অবহিত করা হয় এবং বেতন কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক উক্ত রোপার প্রভাব ১ জানুয়ারি, ১৯৯৬ থেকে পূর্ববর্তীভাবে প্রদান করা হয়।

সুতরাং, যখন বেতন ও ভাতা বিধিমালা ১৯৯৮ সংশোধন করে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বেতনের নতুন সংশোধিত স্কেল চালু করা হয়েছিল, তখন সরকার ২৪ শে জুন, ১৯৯৭ সালে জারি করা পূর্ববর্তী সরকারী আদেশ সম্পর্কে অবগত ছিল।

১৯৯৭ সালের ২৪শে জুন তারিখের পূর্ববর্তী সরকারি আদেশ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও সরকার বেতন ও ভাতা বিধিমালা ১৯৯৮ এর সংশোধন প্রণয়নের সময় উক্ত বিধিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেনি যে, সংশ্লিষ্ট বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (এসই) পূর্বানুমতি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনকারী সহকারী শিক্ষকদের এই জাতীয় আর্থিক সুবিধা দেওয়া যাবে না; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের পর উক্ত সহকারী শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল বেতন প্রদান, আমাদের দৃষ্টিতে উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত শর্ত পূরণ না হলে তা অস্বীকার করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, এই জাতীয় সহকারী শিক্ষককে উচ্চতর স্কেল বেতন মঞ্জুরির শর্তটি উক্ত বিধিতে যোগ্য যা বিধান করে যে সেই শিক্ষকদের এই জাতীয় উচ্চতর স্কেল বেতন কেবল তখনই মঞ্জুর করা যেতে পারে যখন সংশ্লিষ্ট বিষয় বা গোষ্ঠীতে এই জাতীয় উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক অনুমোদিত কর্মচারী প্যাটার্ন অনুসারে ন্যায়সঙ্গত হন স্কুল।

সুতরাং, আমাদের বিবেচিত বিবেচনায়, রোপা ১৯৯৮ এর বিধি ১২(৩) এর উল্লিখিত বিধানে প্রদত্ত শর্তটি যদি সন্তুষ্ট হয় তবে তার বর্ধিত শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য উচ্চতর বেতন মঞ্জুর করার জন্য আবেদনকারীর প্রার্থনা অস্বীকার করা যাবে না যদিও তিনি ২৪ই জুন,

১৯৯৭ তারিখের সরকারী আদেশের শর্তে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিলা পরিদর্শক স্কুলের (এসই) কাছ থেকে পূর্বানুমতি না নিয়েই এই ধরনের ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তবে শর্ত থাকে যে, তিনি যে ডিগ্রি অর্জন করেছেন তা ২৪ জুন, ১৯৯৭ তারিখের সরকারি আদেশ নং ৫৪৯ এসই(এস) অনুযায়ী স্বীকৃত। সুতরাং, আমরা সমীর কুমার সাহা -বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য (সুপ্রা) মামলায় এই মাননীয় আদালতের অন্য ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা আঁকা সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি যে এখানে আবেদনকারী উপরে উল্লিখিত শর্তগুলি সন্তুষ্ট হওয়া সাপেক্ষে তার বর্ধিত যোগ্যতার জন্য উচ্চতর স্কেল বেতন পাওয়ার অধিকারী.

রিট পিটিশনটি এইভাবে, সংশ্লিষ্ট বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসই) কে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির তারিখ থেকে তার বর্ধিত শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য উচ্চতর স্কেল বেতন প্রদানের জন্য আবেদনকারীর দাবি বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, আবেদনকারী এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের শুনানির পরে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে আবেদনকারীর পূর্ববর্তী নিয়োগকর্তা, এবং এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে তার সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে আবেদনকারীর দাবির সিদ্ধান্ত নিন।

এভাবে রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো।"

আখতার হোসেন চৌধুরী (সুপ্রা) বিষয়ে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"১৭. প্রকৃতপক্ষে, আপিলকারীর স্কুলে যোগদানের সময় গণিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং পরবর্তীকালে উক্ত আপিলকারী বি এড ছিলেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন। অতএব, পশ্চিমবঙ্গ আইন, ২০০৫ এর চতুর্দশ ধারা অনুসারে আপিলকারী এখানে স্নাতকোত্তর শিক্ষকের বেতন পাওয়ার অধিকারী। তদুপরি, ২৭শে নভেম্বর, ২০০৭ তারিখের অফিস আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ বর্তমান মামলায় সুনির্দিষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হয়নি কারণ আপিলকারী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে পূর্বানুমতি চেয়েছিলেন এবং এই জাতীয় অনুমতি উক্ত বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কখনও অস্বীকার করেননি।

১৮. উপরোক্ত তথ্যগুলি বিবেচনা করে, আমরা অভিমত পোষণ করি যে বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয়নি গণিতে উচ্চতর যোগ্যতা অর্থাৎ এম.এস সি অর্জনের পরেও উচ্চতর বেতন স্কেলের জন্য আপিলকারী/আবেদনকারীর দাবি।

১৯. তদনুসারে, আমরা ১৫ ই মার্চ, ২০১১ তারিখের অফিস স্মারকলিপির অধীনে আপিলকারী/আবেদনকারীকে জানানো বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সিদ্ধান্তটি বাতিল করে দিয়েছি।

২০. একই কারণে, আমরা বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আপিলের অধীনে আপত্তিজনক আদেশটিও বাতিল করে দিয়েছি।

২১. আমরা পশ্চিম মেদিনীপুরের বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসই) কে নির্দেশ দিচ্ছি যে উচ্চতর যোগ্যতা এম এস সি অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিলকারী / আবেদনকারীকে (স্নাতকোত্তর স্কেল) এর উচ্চতর স্কেলের সুবিধা মঞ্জুর করার জন্য আর কোনও বিলম্ব না করে তবে এই আদেশটি জানানোর তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে ইতিবাচকভাবে।

২২. উল্লেখ করা বাহুল্য যে আপিলকারী/আবেদনকারী সর্বশেষ স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখের পরের দিন থেকে উচ্চতর বেতনের উপরোক্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন, যে তারিখে আপিলকারী/আবেদনকারী সরকারী আদেশ নং ২৫৩-ইডিএন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন বলে মনে করা হয়। তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।

২৩. উপরিউক্ত নির্দেশাবলীর প্রেক্ষিতে আমরা উক্ত আপীলকে দিনের তালিকা হিসাবে গণ্য করিয়া আবেদন ও আপীল উভয়ই মঞ্জুর করি।"

নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ও অন্যান্য (সুপ্রা) বিষয়ে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন :

৮. বিজ্ঞ বিচারক বিষয়টি উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বিজ্ঞ বিচারকের মতামত (২) কে ও শেপার্ট বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (১৯৮৭) ৪ এসসিসি ৪৩১ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত: এআইআর ১৯৮৮ এসসি ৬৮৬, যার উপর সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছিল:

"এটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে একবার কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে, এটি সমর্থন করার প্রবণতা থাকে এবং একটি প্রতিনিধিত্ব কোনও ফলপ্রসূ উদ্দেশ্য নাও দিতে পারে"

৯. বিষয়টি বোর্ডে ফেরত পাঠিয়ে আমাদের একই পরিণতি হয়েছে কারণ এটি স্পষ্ট যে বোর্ড এবং শিক্ষা বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেবে না বা অনুদান দেবে না। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো নিষ্ফল হবে এবং কোনও ফলাফল ছাড়াই নিছক আনুষ্ঠানিকতা হবে কারণ সেই কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে নিরপেক্ষ রায় আনতে পারে না এবং সুপ্রিম কোর্ট যথাযথভাবে এবং সঠিকভাবে উল্লেখ করেছে যে একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হয়, সেক্ষেত্রে পুরনো সিদ্ধান্ত বহাল রাখার প্রবণতা নতুন ভিত্তিতে হতে পারে এবং/অথবা আবেদন বা অজুহাতে।

১০. আমাদের দৃষ্টিতে সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণটি এমন একটি ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বা একজন আমলা, সেক্ষেত্রে এই জাতীয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিরপেক্ষ এবং / অথবা মামলার সত্যিকারের ন্যায়বিচার বিবেচনা করতে পারে না কারণ

তিনি কিছু ভিত্তিতে বা বিবেচনায় বারবার কিছু পুনরাবৃত্তি করবেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নয় এবং আদালত এবং/অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সাধারণত যেভাবে চলে যায় সেভাবে বিষয়টি সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে বিবেচনা করতে পারে না।

আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান এবং মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত আইন বিবেচনা করার পরে, যেমন উপরে আলোচনা করা হয়েছে, এই আদালতও বিবেচনা করা অভিমত যে, যেহেতু আরওপিএ ১৯৯৮ এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি সন্তুষ্ট ছিল এবং এটি উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে নয় যে, আবেদনকারী এই জাতীয় শর্তগুলি পূরণ করেননি, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চতর স্কেল বেতন মঞ্জুরির জন্য আবেদনকারীর দাবি অস্বীকার করা যায় না এবং করা উচিত নয়, যদিও তিনি ২৪ শে জুনের সরকারী আদেশ অনুসারে এখতিয়ারভুক্ত বিচারপতিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে পূর্বানুমতি না নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন কিনা, ১৯৯৭. যেহেতু আবেদনকারী যে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সরকারী আদেশ অনুসারে যথাযথভাবে স্বীকৃত ছিল। সুতরাং আবেদনকারীকে উচ্চতর বেতন স্কেল না দেওয়ার জন্য ৩ নং বিবাদী এবং/অথবা রাজ্য কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত আইনত গ্রহণযোগ্য ছিল না।

উপরে আলোচিত বিষয়টির উপর আইনটি ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত বিবেচ্য অভিমত পোষণ করে যে ৩ নং উত্তরদাতার বিবেচনার জন্য বিষয়টি ফেরত পাঠানোর আর কোনও প্রয়োজন নেই। রিট আবেদনটি ২০১০ সাল থেকে বিচারাধীন রয়েছে। আইন এবং ন্যায়বিচার উভয়ই আবেদনকারীর দাবির তাত্ক্ষণিক অনুমতি দাবি করে।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে **৩ নং বিবাদী** আবেদনকারী সম্পর্কিত সকল রেকর্ড ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে **আইন অনুযায়ী** তার **মাস্টার ডিগ্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ** উচ্চতর বেতন স্কেল মঞ্জুর করবেন এবং তার পরপরই আবেদনকারীকে অবহিত করবেন। ৩ নং বিবাদী এবং/অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে বকেয়া পরিশোধ করিবেন যেদিন হইতে আবেদনকারী আইন অনুসারে এইরূপ বর্ধিত সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হইবেন এবং তাহা হইলে তিনি নিয়মিতভাবে উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করিতে থাকিবেন।

কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, ৩ নং বিবাদী সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং আবেদনকারীকে সহায়তার জন্য আহ্বান করতে পারে।

এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইতিবাচকভাবে নির্দেশিত বকেয়া হিসাবে আবেদনকারীকে অর্থ প্রদান সহ ৩ নং উত্তরদাতা দ্বারা সম্পূর্ণ অনুশীলনটি সম্পন্ন ও সম্পন্ন করা হবে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনাসহ **২০১০ সালের ৩১৭৯ নং রিট পিটিশনটি** খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ ছাড়াই মঞ্জুর করা হলো।

সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

(অনিরুদ্ধ রায়, বিচারপতি.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly